দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13.OCT.1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 1

6

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করার দাবীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ গত শনিবার থেকে অবিরাম ধর্মঘট শুরু করেছেন। শিক্ষক সমিতির গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, কিছুসংখ্যক ছাত্র অস্ত্রের জোরে যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে চলছে তাতে শিক্ষার পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। সশস্ত্র ছাত্রদের হাতে সম্প্রতি একজন প্রাধ্যক্ষ এবং অপর কয়েকজন শিক্ষক, ছাত্র ও পরীক্ষার্থী লাঞ্ছিত হয়েছেন। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের সভা চলাকালে ওই ছাত্ররা প্রায় দু'ঘন্টাকাল সদস্যদের বেরাও করে রাখে এবং শিক্ষকদের অপদস্থ করে। এসব ছাত্রের অনেকের বিরুদ্ধেই সুনির্দিষ্ট ফৌজদারী মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা রয়েছে বলে অভিযোগ করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়।

গত কিছুকাল যাবৎ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ও শিক্ষার পরিবেশের যে ক্রমাগত অবনতি ঘটে চলেছে তা কারও দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠির প্ররোচনায় একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। সীট দখল, হল দখল থেকে শুরু করে খুনোখুনি পর্যন্ত কোন অপকর্মই বাদ যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে যথোচিত গুরুত্ব দিচ্ছেন না, নাকি পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে শিক্ষক সমিতি স্পষ্টই অভিযোগ করেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো সত্ত্বেও পরিস্থিতির ক্রমাবনতি রোধে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা থেকে কিছুমাত্র শিক্ষা নিলে বলতে হয়, অবনতিশীল পরিস্থিতির প্রতি চোখ বন্ধ করে থাকলে সমস্যার সমাধান হয় না। বরং পরিস্থিতি ক্রমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অনির্দিষ্টকালব্যাপী ধর্মঘটের যে পদক্ষেপ নিয়েছেন নিঃসন্দেহে তা চরম ব্যবস্থা। প্রতিকারের অন্য সব উপায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায়ই যে তারা এ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও জাতীয় ছাত্র সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাসীদের উচ্ছেদের জন্য শিক্ষকদের দাবীর প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছেন। আমরা আশা করবো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক সমিতির সাথে আলাপ-আলোচনা করে সন্ত্রাস দমনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিক্ষক ধর্মঘটের অবসান ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন আবার শুরু হোক এটাই কাম্য।